বিদ্যমান শিল্পনগরীসমূহের বর্তমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণের উপায়

মার্চ ২০২১

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)
১৩৭-১৩৮ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
www.bscic.gov.bd

ধারণাপত্র/গবেষণা প্রস্তাব

১. গবেষণা/স্টাডি শিরোনাম: (Title of the Research) বিদ্যমান শিল্পনগরীসমূহের বর্তমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণের উপায়

২. গবেষণা/স্টাডি প্রশ্ন: (Research Question) *"বিদ্যমান শিল্পনগরীসমূহের বর্তমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণের উপায়" শীর্ষক স্টাডি কার্যক্রমটি সম্পাদনের ফলে বিসিকের শিল্পনগরীসমূহের কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্প সম্প্রসারণে সহায়ক হবে কিনা?

*"বিদ্যমান শিল্পনগরীসমূহের বর্তমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণের উপায়" শীর্ষক স্টাডি/গবেষণা কার্যক্রমটি সম্পাদনের ফলে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে কি প্রভাব ফেলবে?

৩. ভূমিকা (Introduction) :

১৯৭১ সালে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছিল আমাদের মহান স্বাধীনতা। মুক্ত হয়েছিল পরাধীনতার শৃংখল থেকে। স্বাধীনতা উত্তর সময়কাল থেকে দেশ অর্থনৈতিকভাবে উন্নত হলেও পরিপূর্ণভাবে দেশের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য দরকার ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়ন। বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। আয়তনের দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের ৯৪তম হলেও জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বের অষ্টম বৃহত্তম দেশ। মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৫৭ লাখ (তথ্য: রিপোর্ট অন বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস ২০১৮, বিবিএস)। প্রতি বর্গমাইলে জনবসতি ২৮৮৯ জন (১১১৬ জন/বঃ কিমি)। বিপুল জনসংখ্যার দেশ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন প্রয়োজন। অর্থনৈতিক মুক্তির পথকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এবং দেশের অর্থ দেশে বিনিয়োগ করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবকাঠামোকে আরোও শক্তিশালী করতে মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন এবং চলমান শিল্পসমূহকে অধিকতর উৎপাদনশীল করে গড়ে তোলা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

১৯৫৭ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, প্রাদেশিক পরিষদে কোয়ালিশন সরকারের শ্রম, শিল্প ও বানিজ্যমন্ত্রী থাকাকালে দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নে পৃষ্ঠপোষকতা দানের জন্য সংসদীয় আইনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (ইপসিক) প্রতিষ্ঠা করেন। স্বাধীনতা উত্তরকালে অ্যাক্ট পরিবর্তন করে এর নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)। বিসিক প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দেশব্যাপী বেসরকারি খাতের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়ন ও বিকাশে সরকারি মূখ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছে। স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিসিক শিল্পায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ। স্বল্পোন্নত দেশের গন্ডি পেরিয়ে এখন উন্নয়নশীল দেশসমূহের কাতারে বাংলাদেশ। ক্রমবিকশিত অর্থনীতিতে অন্যান্য খাতের পাশাপাশি দেশের ক্ষুদ্র, কুটির, মাইক্রো ও মাঝারি শিল্পখাতে উৎপাদন, আয়বৃদ্ধি, অধিক কর্মসংস্থান তথা দারিদ্র বিমোচনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) পোষক কর্তৃপক্ষ হিসেবে এ খাতের

উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে অধিকতর গতিশীলতা আনয়নে এবং সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও সেবা-সহায়তা প্রদানে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

দেশে ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প খাতের দ্রুত প্রসারে বিসিকের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ বিভাগ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ব্যাপক অবদান রেখে আসছে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে শিল্পের নিবন্ধন, ঋণ সহায়তা, কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানিতে সহায়তা, শিল্পনগরীর জমি বরাদ্দ, জমির মূল্য, সার্ভিস চার্জ, নাম ও খাত পরিবর্তন, ইজারাস্বত্ত হস্তান্তর, ভাড়া প্রদান, অনাপত্তিপত্র প্রদান, লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন প্রভৃতি কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য।

বেসরকারি উদ্যোক্তাদের অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে শিল্প কারখানা স্থাপনে সহায়তা করার লক্ষ্যে বিসিক শিল্পনগরী স্থাপনের কার্যক্রম ১৯৬০ সালে শুরু করে। এর ফলে উদ্যোক্তাগণ অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সহজেই শিল্প স্থাপনের সুযোগ পেয়ে থাকেন। বিসিক শুরু থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত সময়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৭৬টি শিল্পনগরী বাস্তবায়ন করেছে। এসব শিল্পনগরীতে মোট ১০,৮৮৮ টি প্লট রয়েছে যার মধ্যে ১০,২৫৯টি প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ৫,৮৯৯টি শিল্প ইউনিট স্থাপিত হয়েছে।

বিসিকের রূপকল্প (Vision) : "শিল্প সমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ গঠনে পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন" কে সামনে রেখে এবং বর্তমান সরকারের শিল্পায়ন ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে পরিবেশবান্ধব শিল্প কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলতে নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশের অর্থনৈতিতে পণ্য ও সেবার উৎপাদন বৃদ্ধি বোঝায়) কে বেগবান করা ও অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাস করে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা। পাশাপাশি অধিক সংখ্যক পরিবেশবান্ধব শিল্প কারখানা স্থাপন করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা অন্যতম লক্ষ্য।

৪. উদ্দেশ্য :

শিল্প উন্নয়ন একটি সামগ্রিক ও সামষ্টিক প্রক্রিয়া। বিচ্ছিন্ন বা এককভাবে কোন শিল্পের বিকাশ সম্ভব নয়। বিসিকের মাধ্যমেই মূলতঃ দেশে শিল্পায়নের ভিত্তি স্তাপিত হয়েছে। বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় সামাজিক কাঠামোর দ্রুত পরিবর্তনের অন্যতম উপাদান হচ্ছে নগরায়ণ ও শিল্পায়ন। শিল্পায়নের মাধ্যমে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ্যনীয়। শিল্প স্থাপনের ফলে পুরুষের পাশাপাশি শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত নারীরাও শিল্প কারখানায় স্ব স্ব অবস্থানে নিজেকে নিয়োজিত করে অর্থ উপার্জন এবং সমাজ পরির্তনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। কোন এলাকায় কাঁচামালের সহজলভ্যতা, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ও পয়োনিষ্কাশন সুবিধা থাকলে সে এলাকাকে শিল্প এলাকা হিসেবে গড়ে তোলা হয়। অর্থাৎ যে এলাকায় কোন দ্রব্য উৎপাদন করার জন্য কাঁচামাল উৎপাদন হয় বা তৈরি করা হয়। বিসিকের শিল্পনগরীসমূহ সে সব বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা হয়েছে। বিসিকের বিদ্যমান এবং নুতন শিল্পনগরীসমূহ আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন নুতন শিল্প স্থাপনের অপরিমেয় সুযোগ সৃষ্টি করে আসছে এবং করছে। তথাপিও বিসিকের শিল্পনগরীসমূহের বর্তমানে যে সব চ্যালেঞ্জসমূহ রয়েছে তা চিহ্নিত করে সেগুলোর সমাধান করে আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব শিল্পনগরী হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যেই "বিদ্যমান শিল্পনগরীসমূহের বর্তমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণের উপায়" শীর্ষক স্টাডি/গবেষণা কার্যক্রমটি সম্পাদনের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে।

৪.১	শিল্পনগরীর পরিবেশবান্ধব মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের দ্রুত বিকাশ ও উন্নয়ন এবং শিল্পপ্লটসমূহের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ
৪.২	আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি
৪.৩	মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে বিনিয়োগপূর্ব ও বিনিয়োগোত্তর সেবা প্রদান
৪.৪	স্থায়ী অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব শিল্পনগরী ও শিল্পপার্ক স্থাপন
৪.৫	যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন
৪.৬	শিল্পপ্লটসমূহের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে খালি/অব্যবহৃত প্লট বরাদ্দের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ, প্লট বরাদ্দ কমিটির সভা আয়োজন, রুগ্ন/বন্ধ প্লটের বরাদ্দ বাতিলকরণ ও সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তার অনুকূলে প্লট বরাদ্দকরণ
৪.৭	দ্রুত আত্মকর্মসংস্থান বৃদ্ধি
৪.৮	দারিদ্র ও বেকারত্ব হ্রাস
৪.৯	পরিবেশবান্ধব শিল্পায়নের মাধ্যমে বেদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরণ তথা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন বৃদ্ধি

৫. যৌক্তিকতা :

বিসিকের ম্যান্ডেটেড কার্যাবলীর মধ্যে শিল্পনগরী স্থাপন অন্যতম। বিসিক তার জন্মলগ্ন থেকে জুন, ২০২০ পর্যন্ত সময়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৭৬টি শিল্পনগরী স্থাপন করেছে যেখানে মোট ১০,৮৮৮টি প্লট রয়েছে যার মধ্যে ১০,২৫৯টি প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং ইতোমধ্যে ৫,৮৯৯টি শিল্প ইউনিট স্থাপিত হয়েছে। এই স্টাডির মাধ্যমেঃ

- **শিল্পনগরীগুলোর অবকাঠামোগত সুবিদাধি, শিল্পনগরীগুলোর প্লট ক্যাপাসিটি বা সক্ষমতা, চাহিদা ইত্যাদি সর্ম্পকে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যাবে;**
- **বিদ্যমান শিল্পনগরীগুলোর কার্যকর ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করা যাবে;**
- **শিল্পনগরীগুলোর অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন করা সহজ হবে;**
- **শিল্পনগরীগুলোর অর্থনৈতিক মূল্যায়ন, কর্মসংস্থান ও জিডিপিতে অবদান এর চিত্র পাওয়া যাবে;**
- **রুগ্ন/বন্ধ শিল্পের সংখ্যা ও কারণ জানা যাবে;**
- **শিল্প স্থাপনে উদ্যোক্তাদের ঋণ সহায়তা প্রদানে বিসিকের ভূমিকা জানা যাবে;**
- **শিল্প মালিকরা শিল্প প্লট বরাদ্দ পাবার পর শিল্প স্থাপন না করে দীর্ঘ দিন খালি ফেলে রাখার কারণ জানা যাবে;**
- **বর্তমানে বিসিকের শিল্পনগরীগুলোতে শিল্প ইউনিট সম্পর্কিত মামলার সংখ্যা, অবৈধ ভাড়ার সংখ্যা কতটি তা জানা যাবে;**
- **শিল্প স্থাপন না করে গুদাম ও অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত প্লটের সংখ্যা ও তার কারণ নিরুপণ করা যাবে;**
- **বিসিক শিল্পনগরীগুলোর কারখানায় কর্মবত শ্রমিকদেও মধ্যে নারী-পুরুষের অনুপাত জানা যাবে;**
- **বরাদ্দকৃত প্লটসমূহের মধ্যে কতজন নারী উদ্যোক্তা রয়েছে তা জানা যাবে;**

- **শিল্পনগরীগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারনা পাওিয়া যাবে;**
- **শিল্পনগরী কর্মকর্তার কর্মদক্ষতা সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যাবে;**
- **প্লট মালিকেরা তাদের নির্ধারিত প্রজেক্ট প্রোফাইল অনুযায়ী শিল্প স্থাপন করেছে কিনা তা বুঝা যাবে;**
- **শিল্পনগরীর সামর্থ্য বৃদ্ধিকল্পে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ ও করণীয় সম্পর্কে পদক্ষেপ নেয়া সহজ হবে;**
- **চলমান চ্যালেঞ্জসমূহ যথাযথভাবে নিরুপণ করে তা থেকে উত্তরণের উপায় বের করাই বিসিকের মূল লক্ষ্য।**

৬. জাতীয় অর্থনীতিতে বিসিকের শিল্পনগরীসমূহের অবদান :

জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্প খাতের উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বিসিকের শিল্পনগরীগুলো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। শিল্পনগরীসমূহের অবদান সংক্রান্ত অগ্রগতি নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ক্র.	বিষয়	সাফল্য/অর্জন
১	বাস্তবায়িত শিল্পনগরী (ঢাকা ২৪, চট্টগ্রাম ২৩, রাজশাহী ১৮, খুলনা ১১)	৭৬টি
২	শিল্পপ্লট (ঢাকা ৩৮২৫, চট্টগ্রাম ২৬৪৬, রাজশাহী ২৪৯৮, খুলনা ১৯১৯)	১০,৯২২টি
৩	বরাদ্দকৃত প্লট (ঢাকা ৩৭৫৬, চট্টগ্রাম ২৩৪৬, রাজশাহী ২৪৬৮, খুলনা ১৬৮৯)	১০,৩৭৯টি
৪	বরাদ্দকৃত প্লটের বিপরীতে শিল্প ইউনিট	৫,৮৮৫টি
৫	উৎপাদনরত শিল্প ইউনিট	৪,৫৭০টি
৬	শিল্প ইউনিটসমূহে মোট বিনিয়োগ	৬৩,৩১৮.৩৯ কোটি টাকা
৭	শিল্পনগরীসমূহে কর্মরত মোট জনবল	৮.২৫ লক্ষ জন
৮	শিল্প ইউনিটসমূহে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য (২০১৯-২০২০ অর্থবছরে)	৫,৯১,৯৯২.৯৫ কোটি টাকা
৯	রফতানিমুখী শিল্প ইউনিট	৯০১টি
১০	রফতানিকৃত পণ্যের মোট মূল্য (২০১৯-২০২০ অর্থবছরে)	৫৭,৭১১.২৩ কোটি টাকা
১১	শিল্পনগরী থেকে সরকারকে প্রদত্ত শুল্ক, কর, ভ্যাট ইত্যাদি (২০১৯-২০২০ অর্থবছরে)	১৩,৩৬৯.৪০ কোটি টাকা

তথ্যসূত্র : শিল্পনগরী ও সমন্বয় শাখা

৭. চ্যালেঞ্জসমূহ :

বিসিক ১৯৬০ সালের দিকে শিল্পনগরী বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করে। এক পা দু পা করে বর্তমানে ৭৬টি শিল্পনগরী বাস্তবায়িত হয়েছে। শিল্পনগরী স্থাপন হলেও বর্তমানে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। শিল্পনগরীর শিল্প ইউনিট সম্পর্কিতি মামলার সংখ্যা ১৩৯টি, অবৈধ ভাড়া প্রদানের সংখ্যা ২৫৯, রুগ্ন/বন্ধ শিল্প ইউনীটের সংখ্যা রয়েছে ৫৪৩টি এছাড়া গুদাম এবং অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত প্লটের সংখ্যা ৬৪টি। উল্লিখিত সমস্যা বা চ্যালেঞ্জসমূহ থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা জরুরী:

৭.১	শিল্পনগরীর অবরাদ্দকৃত প্লট ১০০% বরাদ্দকরণ
৭.২	রুগ্ন/বন্ধ শিল্প ইউনিট চালুকরণে কার্যক্রম গ্রহণ
৭.৩	মামলাসমূহের দ্রুত নিষ্পত্তিকরণে কার্যক্রম জোরদারকরণ
৭.৪	প্রয়োজন সাপেক্ষে সিইটিপি স্থাপনসহ বর্জ্য সুবিধাসহ নতুন চামড়া শিল্পনগরী স্থাপন
৭.৫	পরিবেশবান্ধব নতুন শিল্পপার্ক/শিল্পনগরী স্থাপন ও নতুন প্রকল্প বাস্তবায়নে কার্যক্রম গ্রহণ
৭.৬	প্রতিটি শিল্পনগরী/শিল্পপার্কের নিরাপত্তা প্রাচীর স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ
৭.৭	সেট আপ অনুযায়ী দক্ষ ও সৎ জনবল পদায়ন/নিয়োগ

৮. চ্যালেঞ্জমূহ থেকে উত্তরণের উপায় :

যে কোন কাজে সুযোগ সুবিধার পাশাপাশি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হয়। তেমনি বিসিকের শিল্পনগরীসমূহে অনেক ধরণের চ্যালেঞ্জ রয়েছে। সে সব চ্যালেঞ্জসমূহ বিশ্লেষণ করে তা থেকে উত্তরণের উপায় নির্ণয় করতে হবে। শিল্পনগরীর প্লট বরাদ্দ নীতিমালা যথাযথ অনুসরণপূর্বক কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

৮.১. শিল্পনগরিসমূহের নিরাপত্তা প্রাচীরসহ রাস্তাঘাট, ড্রেনেজ ব্যবস্থা, স্ট্রিট লাইট ইত্যাদি অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

৮.২. কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষতা ও সততার সাথে শিল্পনগরীসমূহ পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ।

৮.৩. শিল্পনগরীর প্লট বরাদ্দ নীতিমালা যথাযথ অনুসরণ

৮.৪. প্রধান কার্যালয় এর কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে নিয়মিত মনিটরিং করা

৮.৫. শিল্পনগরিসমূহের অভ্যন্তরীণ জটিলতা অর্থাৎ অবৈধ ভাড়াটিয়াদের বৈধ/নিয়মিতি করা।

৮.৬. যে শিল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে শিল্প উদ্যোক্তাগণ প্লট বরাদ্দ পান সে শিল্প স্থাপন করা

৯. সম্ভাব্য ব্যয় :

স্টাডি/গবেষণা পরিচালনার আনুমানিক ব্যয় ৬ লক্ষ ১০ হাজার ৭৫০ টাকা।

১০. স্টাডি/গবেষণা ডিজাইন :

১০.১.গবেষণা পদ্ধতি

এলাকা ভিত্তিক চাহিদা বিশ্লেষণ পূর্বক সরেজমিন স্টাডি কমিটি কর্তৃক পরিদর্শন করে মাঠ পর্যায় থেকে কোয়ানটিটিভ পদ্ধতিতে প্রশ্নমালা ছক পূরণ এবং কোয়ালিটেটিভ ও ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD)-এর মাধ্যমে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হবে। তারপর সে সব তথ্য বিশ্লেষণ করে শিল্পনগরীসমূহের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে তা থেকে উত্তরণের উপায়সমূহ খুঁজে বের করা হবে।

১০.২ গবেষণার এলাকা

বিসিকের ৪টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধীন ৬৪ জেলায় মোট ৭৬ টি শিল্পনগরী রয়েছে। “বিদ্যমান শিল্পনগরীসমূহের বর্তমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণের উপায়” শীর্ষক স্টাডি/গবেষণা কার্যক্রমটি সম্পাদন করে শিল্পনগরীসমূহের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কিত যথাযথ চিত্র পাওয়ার লক্ষ্যে ৪টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে বিদ্যমান ৭৬টি শিল্পনগরীকে ২ ভাগে বিভক্ত করে স্টাডি/গবেষণা কর্মটি পরিচালনা করা যেতে পারে। প্রথমত ঢাকা বিভাগের ২৪টি এবং রাজশাহী বিভাগের ১৮টি শিল্পনগরীর তথ্য নিয়ে স্টাডি/গবেষণা কার্যক্রমটি সম্পন্ন করা যেতে পারে।

ক) সার্বিক ব্যবস্থাপনার তথ্যাদি সংগ্রহ।

খ) বিদ্যমান শিল্পনগরীসমূহের বর্তমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে এবংএ সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করে এবং অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের মতামতের আলোকে তা থেকে উত্তরণের উপায়সমূহ নির্ণয় করতে হবে।

১০.৩ গবেষণার সময়কাল

প্রস্তাবিত স্টাডি/গবেষণার সময়কাল ২০২১-২০২২ অর্থবছর।

১১. উপসংহার :

মাইক্রো, কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের বিকাশে বিসিকের ব্যাপক ভুমিকা ও সুবিশাল ঐতিহ্য রয়েছে। ১৯৫৭ সালে বিসিক অ্যাক্ট পাশের পর হতে এ দেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশে তৎকালীন ইপসিক অর্থাৎ বর্তমান বিসিক শিল্পায়নের দায়িত্ব নিয়ে সরকারি খাতের প্রতিষ্ঠান হিসেবে মুখ্য ভুমিকা পালন করে আসছে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ঢাকার টংগী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা জেলায় শিল্পনগরী স্থাপনের মধ্য দিয়ে এদেশে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার ভিত্তি রচনা করে। স্বাধীনতার পর বিসিক বেশ কিছু শিল্পনগরী স্থাপন করে বেসরকারীভাবে শিল্পোদ্যোক্তাদের মাঝে শিল্পায়নের জন্য প্লট বরাদ্দসহ অবকাঠামো তৈরি করে দেয়ার ফলে বাংলাদেশে দ্রুত শিল্পায়নের কাজ এগিয়ে গেছে। বিসিকের ৭৬টি শিল্পনগরীর মধ্যে বেশিরভাগ শিল্পনগরীতে প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং শিল্পকারখানা গড়ে উঠেছে। বর্তমানে আরও ১৭/১৮টি শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে। তথাপি বিসিকের শিল্পনগরীগুলো যুগপোযোগী করে গড়ে তুলতে বেশকিছু চ্যালেঞ্জ এর সম্মুখীন হতে হচ্ছে। চ্যালেঞ্জগুলো সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে সঠিক পরিকল্পনা অনুযায়ী উত্তরণ করা গেলে মাইক্রো, কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে শিল্পায়নের গতি আরও তরান্বিত হবে।

স্টাডি/গবেষণা কার্যক্রমের সম্ভাব্য বাজেট

"বিদ্যমান শিল্পনগরীসমূহের বর্তমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণের উপায়" শীর্ষক স্টাডি/গবেষণা কার্যক্রমটি সম্পাদনের সম্ভাব্য ব্যয় আনুমানিক ৬,১০,৭৫০/- (ছয় লক্ষ দশ হাজার সাতশত পঞ্চাশ) টাকা।

ক্রমিক নং	খাতের বিবরণ	পরিমান	মোট টাকা	মন্তব্য
০১।	কমিটির সভা ৫ টি। প্রতি সভার সম্ভাব্য ব্যয় : কমিটির সদস্য ০৯জন, ১ পরামর্শক এবং সহযোগী ১ জন (৯+১+১) =১১ জন ক) সম্মানী ভাতা ১১×১৬০০ =১৭,৬০০/- খ) ১১ জনের আপ্যায়ন ব্যয় বাবদ ২,৭৫০/- (১১ জন ×২৫০) গ) স্টেশনারী ব্যয় ২,০০০/- প্রতি সভার সম্ভাব্য ব্যয় বাবদ মোট- (১৭৬০০+২৭৫০+২০০০)= ২২,৩৫০/-	২২,৩৫০×৫	১,১১,৭৫০/-	
০২।	দেশের সংশ্লিষ্ট জেলা হতে তথ্য সংগ্রহের জন্য তথ্য সংগ্রহকারীদের সম্মানী/যাতায়াত ভাতা ৩১ টি শিল্পনগরী (১-১০০ পর্যন্ত প্লট) ৩০০০/- হারে ৩৪ টি শিল্পনগরী (১০১-২০০ পর্যন্ত প্লট) ৪০০০/- হারে ১১ টি শিল্পনগরী ≥ ২০১ টি প্লট ৫০০০/- হারে মোট ৭৬ টি শিল্পনগরী	৩১×৩০০০/- =৯৩,০০০/- ৩৪×৪০০০/- =১,৩৬,০০০/- ১১×৫০০০/- =৫৫,০০০/-	২,৮৪,০০০/-	
০৩।	প্রশ্নমালা প্রণয়ন, মুদ্রণ, বিতরণ		২৫,০০০/-	
০৪।	ডাটা এন্ট্রি, কম্পাইলেশন, এনালাইসিস		৩৫,০০০/-	
০৫।	স্টাডি/গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়ন		৪০,০০০/-	
০৬।	ডিসেমিনেশন ওয়ার্কশপ		১,০০,০০০/-	
০৭।	বিবিধ		১৫,০০০/-	
	(ছয় লক্ষ দশ হাজার সাতশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র)	মোট =	৬,১০,৭৫০/-	